রামমোহন কলেজ

গৃহ প্রকল্প

নাম : প্রগতি দাস

ক্রমিক সংখ্যা : ৩১৫

বিষয় : বাংলা নবজাগরণ ও বাংলা সাহিত্য (আনুমানিক)

বর্ষ : ২০১৯

তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপিকা : অনসূয়া রায় চৌধুরী

Anasua Roy Chowdhury
10/5/2019

S. Sanyal

Principal
Rammohan College
Kolkata-9

RAMMOHAN COLLEGE • KOLKATA •

নবজাগরণের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া কোন লেখকদের উপর পড়েছিল? নবজাগরণ কিভাবে তাদের সৃষ্টি করেছিল? প্রত্যেকের ১ একটি বই এবং সমাজের নতুনত্বের প্রভাব নিয়ে ছোট ব্যাখ্যা লেখো।

⇒ ▨ নবজাগরণের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া যে সকল লেখকের উপর পড়েছিল তাঁরা হলেন —

(i) রাজা রামমোহন রায়।
(ii) ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর।
(iii) অক্ষয় কুমার দত্ত।
(iv) প্যারীচাঁদ মিত্র।
(v) কালী প্রসন্ন সিংহ।
(vi) বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
(vii) মীর মশাররফ হোসেন।
(viii) স্বামী বিবেকানন্দ।

▨▨ নবজাগরণের ফলে রামমোহন সতীদাহ প্রথা রদ করেছিলেন। বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ প্রথার প্রচলন, বহুবিবাহ রদ, বাল্য বিবাহ রদ ইত্যাদি করেছিলেন। নবজাগরণের ফলে অক্ষয়কুমার ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্যারীচাঁদ নতুনত্বের কারণে তিনি সাহিত্যে কথ্য ভাষার প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন। কালী প্রসন্ন নবজাগরণের বিরূপ না ভেবে সমাজ সংস্কার আন্দোলন, কুসংস্কার রোধ ইত্যাদি করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা প্রবন্ধের চূড়ান্ত সমৃদ্ধি ঘটিয়েছিলেন। যা নবজাগরণের ফলে সম্ভব হয়েছে।

নবজাগরণের সমসূকালে প্রত্যেকটি লেখকের রচিত একটি গ্রন্থাবলিগুলি লেখ —

রামমোহন রায় : (i) বেদান্ত সার (১৮১৫),
(ii) বেদান্ত গ্রন্থ (১৮১৫),

ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর : (i) বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭)
(ii) শকুন্তলা (১৮৫৪),

অক্ষয়কুমার দত্ত : (i) ভূগোল (১৮৪৮)
(ii) পদার্থ বিদ্যা (১৮৫৬),

প্যারীচাঁদ মিত্র : (i) আলালের ঘরের দুলাল।
(ii) কৃষি পাঠ।

কালীপ্রসন্ন সিংহ : (i) হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা,

বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : (i) লোক রহস্য (১৮৭৪),
(ii) কমলাকান্তের দপ্তর (১৮৭৫),

মীর মশাররফ হোসেন : (i) রত্নাবতী উপন্যাস (১৮৬৯),
(ii) উদাসীন পথিকের মনের কথা (১৮৯০),

স্বামী বিবেকানন্দ : (i) পরিব্রাজক (১৮৯৯),
(ii) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য (১৯০৩),

লেখকদের রচনায় সমাজের নতুনত্বের প্রভাব —

রাজা রামমোহন রায় : রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা রদ করেছিলেন, তিনি খ্রিস্টান মিশনারিদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধ করে বেদের অগ্রগতি বোধ করার চেষ্টা করেন, উপনিষদকে ভিত্তি করে হিন্দু ধর্মকে নতুন রূপ দিয়ে ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচলন করেন। তাঁর হাত ধরেই বাংলা গদ্যভাষাপ্রসঙ্গ আভিজাত্য লাভ করল। তিনি স্কুল কলেজের পাঠ্য বইতে নানা রকম উপকথা, এবং বাংলা মিশ্র গদ্যে উপনিষদের তত্ত্বকে প্রবেশ করিয়েছিলেন।

ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর : ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তনের জন্য তিনি বিধবা বিবাহের প্রচলন, বাল্যবিবাহ রদ ইত্যাদির উপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি এই সমস্ত বিষয় মানুষকে সচেতন করার জন্য নানা বই লিখেছেন — 'বিধবা বিবাহ চালিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' ইত্যাদি, তিনি বাংলা গদ্যের মধ্যে ছন্দের অস্তিত্ব অনুভব করেছিলেন। তিনি ছিলেন ব্যাকরণের পাকা প্রবর্তক।

অক্ষয় কুমার দত্ত : ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্ররূপে তিনি 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে নিযুক্ত হন, ঐ পত্রিকার মাধ্যমে তিনি জ্ঞান বিজ্ঞান ও দর্শন বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, যার ফলে মানুষ ভূগোল, পদার্থ বিদ্যা ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিতি লাভ করল।

প্যারীচাঁদ মিত্র : তিনি বাংলায় প্রচলিত ভাষাতেই গদ্য গ্রন্থ লিখেছিলেন। সে ভাষায় মানুষ

কথা বলে তিনি সেই ভাষায় 'আলালের ঘরের দুলাল' লেখেন। যা 'আলালী' ভাষা নামে পরিচিত। তিনি বাংলা গদ্যকে সরল করে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন,যার ফলে মানুষের বাংলা গদ্যকে আপন করে নিতে সহজ হল।

কালী প্রসন্ন সিংহ : তিনি বাঙালি সমাজ ও বাংলা ভাষার জন্য অনেক কাজ করেছিলেন। সমাজ সংস্কার কাজে, শিক্ষা বিস্তারে, সংবাদ পত্র প্রকাশে, দেশ হিতৈষী কাজে, দান কর্মে প্রথম যৌবনেই সমাজের শীর্ষ স্থানে পৌঁছেছিলেন। তিনি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের সাহায্যে সমগ্র মহাভারত গদ্যে অনুবাদ করেন। তিনি 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' নামে একটি গ্রন্থ লেখেন যাতে তিনি কোলকাতার কথ্য ভাষার প্রয়োগ ঘটান। যা 'হুতোমি' ভাষা নামে পরিচিত।

বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : প্রকৃত পক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের আবির্ভাব ঘটলেও দুর্জয় সমৃদ্ধি ঘটেনি। প্রবন্ধ সাহিত্যের উজ্জ্বল আকাশ বঙ্কিমচন্দ্রই সম্পূর্ণ রূপে দেখিয়েছেন। বঙ্কিমের প্রবন্ধের গদ্য পরিমার্জিত, যুক্তি, বিচার, বিশ্লেষণের পারম্পর্যে দৃঢ় নিবদ্ধ। বিজ্ঞান বিষয়ক রচনায় বঙ্কিম অন্ধ ব্যবহারের সব সংস্কার ভেঙে দিয়েছেন, যা তাঁর প্রবন্ধ, গদ্য, ভাষারীতির প্রতি মানুষের আকর্ষণকে বাড়িয়ে তুলেছিল।

মীর মশাররফ হোসেন : তিনি গদ্য-পদ্য-নাটকে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর প্রথম রচনা রত্নাবতী উপন্যাস এবং তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা বিষাদ সিন্ধু। তাঁর লেখায় বঙ্কিমের লেখন পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়, যা তাঁকে সমাজে নতুনত্বের প্রভাব ফেলতে

সামান্য করেছে।

স্বামী বিবেকানন্দ : তিনি সর্বধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি এক ধর্ম এক ঈশ্বর – এই নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। আর মানব সমাজকে এই বিশ্বাস শোনানোর জন্য তিনি সাহিত্যে লেখার জন্য কলম ধরেছিলেন।

রাজা রামমোহন রায়

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা তথা ভারতের জাতীয় জীবনের গৌরবময় যুগ। এই শতাব্দীর প্রারম্ভকাল থেকে ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ভাবধারার সংস্পর্শে বাঙালি মানস জগতে এক নতুন চিন্তা বা ভাব বিপ্লবের সূচনা হয়। বাংলার এই অভিনব জীবনের প্রতীক ছিলেন চিন্তা নায়ক, ধর্ম প্রচারক, শিক্ষাবিদ এবং সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪ – ১৮৩৩), তিনি ১৮১৫ সালে কোলকাতায় এসেছিলেন। রামমোহন রায় ধর্ম সংস্কার ও সমাজ চেতনার বশবর্তী হয়ে বাংলা গদ্যের কলম ধরেছিলেন। তিনি আরবি, ফারসি, সংস্কৃত, উর্দু ভাষা জানতেন। বিজ্ঞান ও দর্শন বই লেখার জন্য তিনি ইংরেজিও শিখেছিলেন।

গ্রন্থাবলি : চিন্তা নায়ক রামমোহনের রচনাগুলিকে

বিষয় বস্তুর বিচারে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে আলোচনা করা যেতে পারে —

(১) **অনুবাদমূলক রচনা ঃ**
(ক) বেদান্ত সার (১৮১৫)।
(খ) বেদান্ত গ্রন্থ (১৮১৫)।
(গ) উপনিষদের অনুবাদ (১৮১৫-১৯)

(২) **বিতর্কমূলক রচনা ঃ**

(ক) উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার (১৮১৮)।
(খ) গোস্বামীর সহিত বিচার (১৮১৮)।
(গ) সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক নিবর্তক সংবাদ (১৮১৮-১৯)।
(ঘ) কবিতাকারের সহিত বিচার (১৮২০)।
(ঙ) ব্রাহ্মণ সেবধি (১৮২১)।
(চ) পথ্যপ্রদান (১৮২৩)
(ছ) সহমরণ বিষয়ক (১৮২৯)

(৩) **অন্যান্য রচনা ঃ**
(ক) গৌড়ীয় ব্যাকরণ (১৮৩৩)।
(খ) ব্রাহ্ম সংগীত (১৮২৮)।
(গ) সংবাদ কৌমুদী (১৮২১)- পত্রিকা।

ভাষারীতি ঃ রামমোহনের হাতে বাংলা গদ্য ভাষা প্রথম আত্মপ্রকাশ লাভ করেছিল। স্কুল কলেজে পাঠ্য করবার জন্য তিনি নানা রকম উপকথা ও বাংলা শিক্ষা গ্রন্থে উপনিষদের তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। প্রাচীন শাস্ত্রের প্রমাণে, যুক্তির অবতারণায় তাত্ত্বিক বিতর্কে তাঁর গদ্য কঠিন গৌরব লাভ করেছিল। এই ধরনের লেখায় সরসতার জায়গা নেই, তাই তাঁর গদ্য সরল ছিল। এজন্য তাকে অবহেলা করা চলে না, তিনি প্রাবন্ধিক ছিলেন ভাষা তৈরীর লগ্নে।

মহাত্মা রামমোহন রায়ই সর্ব প্রথম বাংলা গদ্যকে অনুবাদ, আলোচনা, বিতর্ক ও মীমাংসার

বাহন হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন। কি করে বাংলা গদ্য লিখতে পড়তে হবে তাও যেন তিনি বাঙালি জাতির হাতে ধরে শিখিয়ে ছিলেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ গোষ্ঠী বাংলা গদ্যকে কাহিনী ও গল্প প্রকাশের বাহন করেছিলেন আর রামমোহন তাকে যুক্তিতে, তর্কে, চিন্তায় সাজিয়ে করে আধুনিক চিন্তাশীল মনের উপযোগী করে গড়ে তুলেছেন তাঁর গদ্যভাষা তত্ত্ব ও যৌক্তিকতা পারম্পর্যে সুগঠিত। তাঁর রচনায় দৃঢ়তা ছিল, যাথার্থতা ছিল কিন্তু ছিল না শিল্প গুণ। আধুনিক মনের জটিলতাকে ফুটিয়ে তোলাতে হলে আধুনিক ভাষা প্রয়োজন - রামমোহন সেই আধুনিক ভাবে প্রকাশক বাংলা গদ্যের অন্যতম স্রষ্টা বলে চিরদিন অম্লান গৌরবে অধিষ্ঠিত থাকবেন

5/5